[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মারামারি: মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে জমি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা করার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে চন্দ্রবাস গ্রামের ঝন্টুর ওয়ারিশ রফিক, বেল্টু, শফিক, ফারুক, ইখলাস, আরজিনা, রোজিন, শাহিদার কাছে ৪ কাঠা জমি কেনেন চন্দ্রবাস গ্রামের তাহের ও রবিউল।

কিন্তু এ জমিটি ফজলুল হকের ছেলে পল্টুর ইন্ধনে কালাম জোরপূর্বক দখল করে রাখে। গত বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে তাহের ও রবিউল মিলে তাদের টিনের ছাপড়াটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সড়াতে গেলে মওলা ডালনাড়ার ছেলে কালাম, বজলু, নেছা ডালনাড়ার ছেলে আতিয়ার, মতিয়ার, ঝন্টুর ছেলে ফারুক, লাল্টু, ইখলাস ও হাশেম নামের এক ব্যাক্তি এসে মারধর শুরু করলে উভয়পক্ষে মারামারি বেঁধে যায়। মারামারি করে ফিরোজের ছেলে নুরইসলাম, জামলার ছেলে আছমত সহ পল্টু গ্রুপের কয়েকজনও আহত হয়।

এ ঘটনায় পল্টু গ্রুপের লোকজন বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত ইউনুস শেখের ছেলে ইউসুফ, ওম্বরের ছেলে টিক্কা, আয়ুব আলী, ইকতার, হাতেম শেখের ছেলে ফিদু শেখ, ইছাহকের ছেলে তরিকুল,ওয়াজের ছেলে শুকুর আলী, আজিজুলের পিতে সাইফুল, জমাতের ছেলে আমিনুল,আকের আলীর ছেলে বগার নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করে।

এ ঘটনায় ৪ জন আসামিকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোর্পদ করে নাটুদাহ পুলিশ ফাঁড়ি।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে ও ভুক্তভোগী দুই পরিবার তাদের কেনা প্রাপ্য ৪ কাঠা জমি যেন দখল পাই সেজন্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

জীবননগরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ঘরে আগুন, থানাই অভিযোগ

দীর্ঘদীন যাবত পরস্ত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েও তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রাতে আঁধারে চার সন্তানের জনকের ঐ পরস্ত্রীর ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা ৬নং রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামে। গত ২শরা জুলাই এ ঘটনা ঘটে বলে জানাযায় ।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলা রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামের মুনতাজ হোসেনের ছেলে চার সন্তানের জনক ভুট্রো (৫০) মিয়ার কু- দৃষ্টি পড়ে একই গ্রামের স্কুলপাড়াই বসবাসকারী সোহেল রানার স্ত্রী অন্তরা খাতুনের দিকে । তারপর থেকে অন্তরা খাতুনকে ভুট্রো মিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব দিতে থাকে ।

ভুট্রোর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত ২রা জুলাই রাতে ম্বামী সোহেল রানা বাড়িতে না থাকার বিষয়টি বুঝতে পেরে লম্পট ভট্রো রাতে আঁধারে ঘরের জানালা দিয়ে পাটকাটিতে করে আগুন ধরিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ছুড়ে মারে এ সময় ঘরের ভিতরে থাকা অন্তারা খাতুন এবং তার সাথে থাকা তারিই ভাসুরের মেয়ে বিষয়টি টের পেয়ে সাথে সাথে প্রাণ বাঁচাতে কোন ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন পরে বাড়ির সকলে এবং পাড়া প্রতিবেশীরা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকা গরু বিক্রির নগদ এক লক্ষ টাকা সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ছায় হয়ে যায় বলে এমনটি জানান ভুক্তভোগী পরিবার এবং ঐ সময় উপস্থিত ঐ মহল্লার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসেমের ছেলে রিদয় এবং মৃত সৈয়দ সরকারের ছেলে হাসান আলী সরকার। অন্তরা খাতুন জানান আমার স্বামী বাহিরে চাকুরি করে তাই আমি আমার শশুর বাড়িতেই একাই বসবাসকরি।

আমার স্বামী বাড়িতে না থাকাই সুযোগ বুঝে লম্পট ভুট্রো আমাকে দীর্ঘদিন ধরে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছিল এমনকি বলতো আমি তার প্রস্তাবে রাজি না হলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। তাই আমি আমার প্রাণ বাঁচাতে ও মান সম্মানের ভয়ে বিষয়টি এতদিন কাউকেই জানাতে

পারিনি। শেষমেশ সে আমাকে মেরে ফেলার জন্য এই প্লান করেন।

এদিকে ঘটনাটি ঘটার পরে ভুট্রো এলাকা থেকে শটকে পড়াই এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকাই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তরা খাতুন গতকাল সকালে নিজেই জীবননগর থানাই উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনাটি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে জীবননগর থানার অফিসার্স ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের বরাবর একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানাযায়।

ঘটনাটি এলাকাই জানাজানি হলে গ্রামের সকলেই উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মূলোক শাস্তির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন একটি স্বপ্নপুরী

এক সময় শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের বিদ্যালয় ছিল একটি আতংকের নাম। ভয়ে ভয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেত। শিক্ষক ক্লাশ রুমে ঢুকলেই ভয়ে তাদের শরীর হিম হয়ে যেত। ঝরে যেত অনেক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। এখন সময় বদলেছে। আগের সেই ভীতিকর বিদ্যালয় আর নাই। এখন বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে একটি আনন্দের নাম। বাচ্চাদের মন ও মননে আকর্ষনীয় করে তুলতে রঙিন ঝলমলে করে তোলা হয়েছে একেকটি স্কুল।

এভাবেই রঙিন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। এ যেন শিশুদের জন্য একটা স্বপ্নপুরী। স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর রং তুলির আঁচড়ে আহবান জানানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। শ্রেনী কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে ফুঁটে উঠেছে শিশুদের মননশীলতার বিকাশে নানান রঙিন অংকন। সবই ছবি কিন্ত শিশুদের জন্য অনেক রঙিন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল আলম জানান, বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দমুখর একটি জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতেই এই ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দ নিয়ে সকাল হলেই স্কুলে আসার জন্য প্রস্তত হয়ে পড়ে।

স্কুলের সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, বাচ্চাদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে স্কুলকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বাচ্চারাও আনন্দ নিয়ে স্কুলে আসবে। এখন তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা শিক্ষকদের দায়িত্ব।

জীবননগরে কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের একটি আমবাগান থেকে মো. ইয়ামিন (১৫) নামে এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে বাগানের একটি আমগাছে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় ইয়ামিনের লাশ দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। সে পাশের সন্তোষপুর গ্রামের কদর আলীর ছেলে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, পারিবারিক কলহের জেরে বুধবার দুপুরে ইয়ামিন বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়।

বাড়ীর লোকজন পাশর্^বর্তী সকল স্থানে অনেক খোঁজাখুজি করেও তাকে পাইনি। পরদিন সকালে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নতুন ভান্ডারদহ গ্রামে সাপের কামড়ে আওলিয়ার রহমান (০৫) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আওলিয়ার রহমান নতুন ভান্ডারদহ গ্রামের আমান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে আওলিয়ার বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় বিষধর একটি সাপ শিশুটির পায়ে কামড় দেয়।

তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন আটজনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে আটজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ২৩৭।
চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দু্ইজন ও বাসষ্ট্যান্ড পাড়ার একজন এবং দামুড়হুদা দশমী পাড়ার দুইজন জন রয়েছে।
এছাড়া, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পাসপোর্ট অফিসের একজন, বিদ্যুৎ অফিসের একজন ও পুলিশ লাইনের একজন ।এদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মামলা দায়ের করতে চাইলে মামলা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ওই ছাত্রী।

তবে থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, “একজন কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেই তো মামলা হয় না। আগে খোঁজ-খবর নিতে হয়। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ঘটনার সত্যতা পাই তাহলে মামলা নেওয়া হবে।”

ধর্ষিতার চাচাত ভাই সুজন জানান, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্রীকে (ভোকেশনাল) প্রেম নিবেদন করে আসছিল পাশ্ববর্তী বন্দরভিটা গ্রামের মুন্নাফ আলীর ছেলে সুমন। সুমনের বোন ওই ছাত্রীর চাচাত ভাই বিপ্লবের স্ত্রী। আত্মীয়তার সুযোগে সুমন অবাধে তার দুলাভাই বিপ্লবের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। বিপ্লব ও তার মা সুমনের সাথে প্রেমে উৎসাহিত করে তুলতো ওই ছাত্রীকে। এতে ছাত্রী কিছুতেই রাজি হয়নি।

সূত্র জানায়, ছাত্রীর অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার মা সুমনকে বাঁকা পথে পরিচালতি করে। গত ২৯ জুন সন্ধ্যার আগে ছাত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুমনের সাথে মোটরসাইকেলে মাঠের রাস্তায় ঘুরতে পাঠায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন ছাত্রীকে নিয়ে পোলতাডাঙ্গা- মহেশপুর গ্রামের মাঝের নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়। মাঠের নির্জন জায়গায় গিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহনির চেষ্টা করে। ছাত্রী বাঁধা দিলে তাকে মারধরও করা হয়। এ সময় জোর করে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সুমন।

নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল দেখে পথচারী মহেশপুর গ্রামের আশকার ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় পাশের পাট ক্ষেত থেকে মেয়ে কণ্ঠের কান্না শুনে ধরে ফেলেন আশকার। ধরা পড়ার পর সুমন আশকারকে মারধর করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইল করলে আত্মীয়স্বজন এসে মাঠ থেকে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান।

সুজন আরো জানান, দু‘দিন ধরে বিপ্লব ও গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় মামলা না করতে চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্ত ছাত্রীটি দৃঢ় হয়ে গতকাল বুধবার বিকালের দিকে থানায় এসে হাজির হয়।